করেন, তাদের ও জানার অধিকার নেই, যে টাকা মঞ্জুর হচ্ছে সেই টাকায় কি গবেষণা বা অস্ত্র উৎপাদন হচ্ছে, জানতে চাইলে বলা হয় দেশের স্বার্থে গোপনীয়। সংবাদ সংস্থা আগেই জানিয়েছিল যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ভারত সফরকালে পূর্বসূরী জন কেনেডির মত রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকবেন না কারণ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ভবন খুব সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং কোন উগ্রপন্থী গোষ্ঠী এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এটা ছিল একটা ডিসইনফরমেশন বা মিথ্যা খবর। আসল খবর হোলো যে, রাষ্ট্রপতি ভবনে ছায়ী স্যাটেলাইট লিঙ্ক আছে, যেটার মাধ্যমে কোন ফ্রিকোয়েন্সী রাষ্ট্রপতি ভবনে চার্জ করে রাষ্ট্রপতি ভবনের সবাইকে অসুস্থ, মায় ঘায়েল করে দেওয়া যায়। সেই জন্য বিল ক্লিনটন উঠেছিলেন একটা পাঁচতারা হোটেলে এবং খবরের কাগজে ছবিও বেরিয়েছিল যে সেই হোটেলের আশপাশে বহু গাড়ীর মাথায় হাইফ্রিকোয়েন্সী ইন্টারসেপ্টার ভিভাইস বসানো ছিল যাতে কেউ কোন ফ্রীকোয়েন্সী বিম চার্জ না করতে পারে বা রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন কি চিন্তা ভাবনা করছেন বা তাঁর মগজের স্মৃতির কোষ থেকে তার অতীতের তথ্য কেউ সংগ্রহ না করতে পারে, হয়তো তাতে আরও অনেক মনিকা লিউকোনিস্কিদের নাম ধাম ক্রিয়া কর্ম্ম প্রকাশ পেত। একটু স্মরণ করলে পাঠকরা খেয়াল করবেন যে হাইফ্রীকোয়েন্সী ইন্টারসেপসনের জন্য নয়াদিল্লীর ঐ হোটেলের আশপাশের বিরাট অংশের (প্রায় তিন কিলোমিটার) নাগরিকদের সেলুলার ফোন সাময়িক-ভাবে অকেজো হয়ে গেছিল।

আবার সাইকোট্রনিকে ফিরে আসা যাক, যে রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষকে হাইজাম্প দিয়ে কারিগরি বিদ্যার একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অতি গোপনে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে সাইকোট্রনিক এবং অন্যান্য রিমোট কন্ট্রোল নন লেথাল অস্ত্রশস্ত্র ভারতে নিয়ে এলেন, সেই রাজীব গান্ধীকে খুনের জন্য অত্যন্ত সার্থক ভাবে সাইকোট্রনিক বামন: নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ভাবা পরমাণু কেন্দ্র L.T.T.E-র ওপর প্রয়োগ করে, এই অভিযোগ রাজীব খুনের তদন্তে নিযুক্ত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীমের কাছে নথিভুক্ত হয়। যদিও এস, আই, টি সি, বি, তাইর অধীনস্থ তদন্তকারী দল, তবুও কোন এক ম্যাজিকে সেই অভিযোগ এস, আই, টির হাত থেকে চলে যায় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে। দিল্লী থেকে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর এক অফিসার, যিনি নিজেকে বিজয় চ্যাটার্জী নামে পরিচিত করতেন, তিনি তদন্ত করতে ভাবা পরমাণু কেন্দ্র, কলকাতায় যান এবং সাইকোট্রনিক কম্পুটার দেখেন মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে অর্থাৎ কাউকে এর অস্তিত্ব জানানো চলবে না। বিজয় চট্টোপাধ্যায়কে ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের শ্রী এন, কে মুখোপাধ্যায় বুঝিয়েছিলেন যে এই কম্পুটার দিয়ে ভাবা পরমাণু কেন্দ্র আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্যারাসাইকোলজি নিয়ে গবেষণা করছে। সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটার্জী মুখার্জী মাসতুত ভাই হয়ে যান পৈতের কমন ফ্যাক্টরে। শ্রী বিজয় চ্যাটার্জী কলকাতার সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শ্রী উৎপল দত্তর সহযোগীতায় "এল, টি, টি ই উগ্রপন্থীদের সাইকোট্রনিক দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত করা হয়েছিল খোদ প্রধানমন্ত্রীর অধীন ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকদের মাধ্যমে"এই অভিযোগ ধামাচাপা দিয়ে দেন কোন তদন্ত না করেই। উপরন্তু অভিযোগে যাকে মূল উদ্যোক্তা বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেই এন, কে মুখোপাধ্যায়কে বাঁচানোর জন্য বলেন যে ঐ নামে কোন বৈজ্ঞানিক ভাবা পরমাণুকেন্দ্র কলকাতায় নেই। প্রধানমন্ত্রী খুনের ব্যাপারে একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ স্বাধীন ভারতে সেই প্রথম ধামাচাপা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীমতি গান্ধী যখন খুন হন তখন যাদের বিরুদ্ধে সামান্যতম অভিযোগও উঠেছিল তাদের কাউকে আই. বি. ছেড়ে কথা বলেনি, কথা বার করার জন্য বরফে শুইয়ে রাখা, মলদ্বারে কাঁচালঙ্কা বাটা ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত পদ্ধতিই